আজকের কাগজ

১৫

তারিখ 4 MAY 1992
পৃঃ 7 কলাম ৪

৩১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

স্বাধীনতার আগের ৫০ বছরে ৩ জন, পরের ২১ বছরে ৪১ জন খুন ।। এখন আবার উত্তেজনা

কাওসার মাহমুদ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে '৭১ সালের স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর গত ২০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সংঘর্ষে ৪১ জন নিহত হয়েছে। দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, প্রেম, চাঁদা আদায় ইত্যাদি কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪১টি লাশের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে হত্যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৫২ সালে। তৎকালীন মুসলিম লীগের ছাত্রনেতা নাজির আহমদ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হন। এরপর ১৯৬৮ সালে ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র সাইদুর রহমান ওরফে "পাঁচ পাত্তু"কে হত্যা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা আবদুল মালেক নিহত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মে নিহতদের খতিয়ান খুবই নির্মম ও আশংকাজনক।

১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল। দু'জন ছাত্রের গোলমালের জের হিসেবে সূর্যসেন হল থেকে কোহিনূরসহ সাতজনকে মোহসীন হলের টিভি রুমে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই ঘটনা সাত হত্যা হিসেবে খ্যাত। ১৯৭৭ সালে আওরঙ্গ ও লুকু গ্রুপের চরম দ্বন্দ্বে নিহত হয় লুকু গ্রুপের ইনু ও গোগা। পরে লুকুকেও জবাই করে হত্যা করা হয়। প্রতিশোধ হিসেবে লুকু গ্রুপের হাতে আওরঙ্গের ভাই রন্টুও নিহত হয়। ১৯৭৮ সালে আওয়ামী পন্থী ছাত্রলীগ কর্মী লিয়াকতকে হত্যা করা হয়। একই বছর দু'দল ছাত্রীর সংঘর্ষের জেরে প্রশাসনিক ভবনের ১২৭ নম্বর কক্ষে একজনকে হত্যা করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে নিহত হয় একাধিক। পুলিশ সূত্রে একজনের কথা স্বীকার করা হয়। পরে মোহসীন হল থেকে নিহত জয়নুলের লাশ উদ্ধার করা হয়।

১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মুখোমুখি গোলাগুলিতে জাতীয় ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রাউফুন বসুনিয়া নিহত হয়। একই বছরের ৩১ মার্চ। আওয়ামী ছাত্রলীগ, ছাত্রদল এবং ছাত্র ইউনিয়নের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী আসলাম।

১৯৮৭ সালের ৯ মার্চের দুপুরে মোহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু নিহত হন। পরদিন একই কক্ষে অবস্থানরত বাবলুর সহযোগী মাইনুদ্দীন ও নূর মোহাম্মদ নিহত হন। একই বছরে ১৪ জুলাই মধ্যরাতে জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক যুদ্ধে ছাত্রদল নেতা হালিম নিহত হয়। পরদিন আবার সংঘর্ষ বাধলে ছাত্রলীগ নেতা মুন্না গুলীবিদ্ধ হয়ে চারদিন পর নিহত হয়। ১৯৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর রাতে মোহসীন হলের ৩৫৭ নম্বর কক্ষে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা বজলুর রহমান শহীদ। ১৯৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্রী মিছিলে হামলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলিতে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সামনে নগর জাসদ কর্মী কফিল উদ্দিন নিহত হয়। একই বছরের ২৯ নভেম্বর সলিমুল্লাহ হলে সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে ফিন্যান্স বিভাগের মেধাবী ছাত্র আরিফ নিহত হয়।

১৯৯০ সালের ২১ জানুয়ারি সূর্যসেন হলে আলমগীর কবির লিটন নিহত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্র দলের বন্দুক যুদ্ধে জহুরুল হক হলের ভিপি চুন্নু নিহত হয়। ঐ দিন ফজলুল হক হল থেকে শাহীন নামে একজন বহিরাগত যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। ১৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলে খোকন নিহত হয়। ২৬ নভেম্বর এরশাদ সরকারের ইঙ্গিতে অভি-নীরু চক্রের আক্রমণে ক্যাম্পাসে নিমাই চন্দ্র নামে একজন নিহত হয়। ২৭ নভেম্বর আবার অভি-নীরু চক্রের আক্রমণে টিএসসি সড়ক দ্বীপের সামনে বিএমএ'র যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ মিলন নিহত হন।

১৯৯১ সালের ২০ জুন। আওয়ামী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের বন্দুক যুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতা মাহবুব নিহত হয়। একই বছর ২৭ অক্টোবর আওয়ামী ছাত্রলীগ ও ছাত্র দলের সংঘর্ষে নিহত হয় ছাত্র দলের মীর্জা গালিব, লিটন এবং ছাত্রলীগের মিজানসহ অজ্ঞাতনামা ১ জন টোকাই।

১৯৯২ সালের ৯ জানুয়ারি টিএসসি'র সামনে আওয়ামী ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলকে হত্যা করে। মার্চ মাসের শুরুতে সূর্য সেন হলের সামনে নিহত হয় মগবাজার টিএন্ডটি স্কুলের ছাত্র মনির। ১৩ মার্চ আওয়ামী ছাত্রলীগ ও ছাত্র দলের গুলি বিনিময়ে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মঈন হোসেন রাজু। এখন প্রতিদিনই গুলির শব্দ শোনা যায়। আবার প্রস্তুতি চলছে বন্দুক লড়াইয়ের।